দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 9 MAR 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

ঢাবির হলগুলোতে ছাত্রলীগের চেইন অব কমান্ড শক্তিশালী করা হচ্ছে

ঃ সাইদুর রহমান ঃ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে ছাত্রলীগের চেইন অব কমান্ডকে আরো শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হল পর্যায়ে দীর্ঘদিন নেতৃত্বে পরিবর্তন না হওয়ায় এখন সবাই-ই নেতা, কেউ কর্মী নন। আর এ কারণেই দ্রুত কমিটি দিয়ে সংগঠনটি ঢেলে সাজানো হচ্ছে। পাশাপাশি ঘোচানো হচ্ছে কর্মীর উপাধি। এবারের কমিটিতে যোগ্য, সৎ, মেধাবী ও নিয়মিত ছাত্রদের দিয়ে তারুণ্যনির্ভর কমিটি গঠন করা হচ্ছে। আকস্মিকভাবে এ কমিটি ঘোষণা করা হতে পারে। মূলত দীর্ঘদিন দেশের বৃহৎ ছাত্র সংগঠনটির হল পর্যায়ের কমিটি না থাকায় কর্মীরা এক প্রকার নেতৃত্বের শূন্যতায় ভুগছেন। এর আগেও কয়েকবার কমিটি গঠনের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও হল নেতৃত্ব নির্বাচনে মতবিরোধ থাকার কারণে তা সম্ভব হয়নি। তবে এবার ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন ও সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটন কমিটি দেয়া বিষয়ে নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছেন।

সর্বশেষ গত ২০০২ সালে দেলোয়ার-হিরুর নেতৃত্বে যে হল শাখার কমিটি গঠিত হয়েছিল সেই কমিটিই এখনো দায়িত্ব পালন করছেন। সেই কমিটির প্রতিটি হলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি, যুগ্ম সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদকসহ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। পরে ২০০৬ সালের ১১ অক্টোবর শেখ সোহেল রানা টিপুকে সভাপতি ও সাদ্দাম সাকিব বাদশাহকে সাধারণ সম্পাদক করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটি ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এই কমিটিও এখন পর্যন্ত নতুন কমিটি ঘোষণা করতে পারেনি। প্রায় ৫ বছর যাবৎ তাদের দলীয় গঠনতন্ত্র লংঘন করে ছাত্রলীগ আবাসিক হলগুলো পরিচালিত করছে। এছাড়াও গত বছরের ২৯ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার গঠন করার পর দলীয় হাই কমান্ড থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোর কমিটি দেয়ার ব্যাপারে ছাত্রলীগকে তাগিদ দেয়া হয়। এ লক্ষ্যে নতুন আঙ্গিকে ছাত্রলীগের কমিটি দেয়া হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি শেখ সোহেল রানা টিপু বলেন, এখন থেকে গঠনতন্ত্র অনুসরণ করে ছাত্রলীগ পরিচালনা করা হবে। এ জন্য দ্রুত কমিটি দেয়া হবে। কমিটি দেয়ার মাধ্যমে সংগঠনকে সুসংহত করা হবে।

সাধারণ সম্পাদক সাদ্দাম সাকিব বাদশা বলেন, হল শাখার সংগঠনের সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করতে শিগগিরই কমিটি দেয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে কমিটি দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে তিনিও জানান।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, দীর্ঘ প্রায় এক বছর পর চলতি বছরের গত ফেব্রুয়ারীতে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভায়ও হল কমিটি গঠনের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ওই সভায় দ্রুত কমিটি দেয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু সম্প্রতি বিডিআরের পিলখানায় সংঘটিত নারকীয় হত্যাকাণ্ডের কারণে কমিটি গঠনের প্রক্রিয়াটি কিছুটা ব্যাহত হয়। তার আগে গত বছরের প্রথমদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)'র দোতলায় অনুষ্ঠিত এক সংবাদিক সম্মেলনে আগামী ৭ দিনের মধ্যে কমিটি দেয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই ঘোষণা আজও বাস্তবায়িত হয়নি।

সর্বশেষ ২০০৬ সালের ৩ এপ্রিল কাউন্সিলে প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে মাহমুদ হাসান রিপনকে সভাপতি এবং মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটনকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে নিয়মিত ছাত্রদের হাতে ছাত্রলীগের নেতৃত্ব ফিরিয়ে দেয়া হয়। সবার কাঙ্ক্ষিত এই কমিটি এখন পর্যন্ত একমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ছাড়া আর কোন জেলা শাখার কমিটি গঠন করতে পারেনি।

হল পর্যায়ের নেতাকর্মীরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, দীর্ঘদিন কমিটি না থাকায় হল পর্যায় থেকে কোন যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি হচ্ছে না। হল পর্যায়ের নেতাকর্মীদেরকে এক প্রকার জিম্মি করে রাখা হয়েছে। কর্মীর উপাধি নিয়ে ছাত্র রাজনীতি থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে। আর কোন আশ্বাস নয়, এবার আমরা কমিটি চাই।

এ বিষয়ে সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল হায়দার চৌধুরী রোটন বলেন, অচিরেই কমিটি দেয়া হচ্ছে। এ জন্য সংগঠনের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতাকর্মীরা কাজ করছে।

সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন বলেন, গঠনতন্ত্র অনুসারে কমিটি গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এবার হল কমিটি গঠন নিয়ে কোন প্রকার কালক্ষেপণ চলবে না। কমিটি দেয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে বলা হয়েছে।